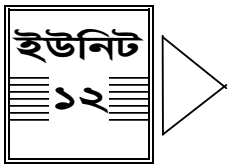

শিল্প বিপ্লব

ভূমিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক নিদর্শন শিল্প বিপ্লব। অজানাকে জানার অদম্য ইচ্ছে মানুষকে আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে বিভিন্ন প্রযুক্তির আবিষ্কার মানুষের জীবন, জীবিকা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সুচিত হয় তাই শিল্প বিপ্লব।

এই ইউনিটের পাঠ গুলো হলো

পাঠ-১২.১ ঃ শিল্প বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
পাঠ-১২.২ ঃ শিল্প বিপ্লবের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১২.৩ ঃ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব
পাঠ-১২.৪ ঃ শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব
পাঠ-১২.৫ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের সংজ্ঞা
পাঠ-১২.৬ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১২.৭ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাবলী
পাঠ-১২.৮ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী
পাঠ-১২.৯ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী
পাঠ-১২.১০ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানে আধুনিক সমাজ কল্যাণের।

পাঠ-১২.১ ঃ শিল্প বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

☞ ১২.১ঃ১ শিল্প বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা যায় ফরাসী দার্শনিকগণ প্রথম শিল্প বিপ্লব প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) ১৮৮৪ সালে তাঁর প্রকাশিত 'Lectures on the Industrial Revolution' গ্রন্থে শিল্প বিপ্লব ধারণাটি পরির্পূণভাবে তুলে ধরেন।

উৎপত্তিগত অর্থে ল্যাটিন শব্দ Industria থেকে Industry-এর উদ্ভব। যার অর্থ দক্ষতা, যোগ্যতা ও সমৃদ্ধশালী হওয়া। আবার Revolution বা বিপ্লব অর্থ কোন প্রচলিত ব্যবস্থার আকস্মিক আমুল ও দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হওয়া যে পরিবর্তন দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়ী ও যে পরিবর্তনের প্রভাবে আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয়।

১২.১ঃ১ শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা

অধ্যাপক উইলিয়াম এর মতে "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিল্প বিপ্লব বলা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরণের পরিবর্তন মুলত পূর্বে মানব সমাজে কখনো দেখা যায়নি বলেই একে শিল্প বিপ্লব আখ্যা দেয়া হয়।"

অমিত সেন (পৃঃ ১২১) বলেন, "ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল উৎপাদনের যে অবস্থার মধ্যে ইতিহাসে তার নাম দেয়া হয়েছে শিল্প বিপ্লব। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে যার প্রকাশ, উনিশ শতকে তার পরিণতি। ইংলান্ড থেকে অন্যত্র ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে।"

আবেদীন কাদের (১৯৮৬ : ৮) ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা; এর মতে "১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী একটি সুদুর প্রসারী ও দীর্ঘ সময় ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের আমুল পরিবর্তন বয়ে আনে তাহাই শিল্প বিপ্লব।"

সুতরাং, শিল্প বিপ্লব হচ্ছে প্রযুক্তির আবিষ্কার জনিত এমন এক পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থা যার প্রভাবে উৎপাদনের হাতিয়ার হস্তের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার জনিত কারনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির সার্বিক পরিবর্তন সুচিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক জীবনের আমুল পরিবর্তন ঐ শিল্প বিপ্লব। যে বিপ্লব স্থবির প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিয়ে গতিশিল ও আধুনিক যুগের সুচনা করে। মানব সভ্যতার সকল ক্ষেত্রেই এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন- ১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন দেশের দার্শনিকগণ প্রথম শিল্প বিপব শব্দটি ব্যবহার করেন

ক) চীনা　　খ) রাশিয়ান

গ) ফরাসী　　ঘ) আমেরিকান।

২। Industria শব্দটি কোন দেশের

ক) মিশরীয়　　খ) ল্যাটিন

গ) জাপানীজ　　ঘ) ইংল্যান্ড।

৩। কোন সময় কালে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয় ?

ক) ১৭৮০-১৮৫০　　খ) ১৮৫০-১৮৭৫

গ) ১৮৭৫-১৯০০　　ঘ) ১৯০০-১৯২৫।

পাঠ-১২.২ ঃ শিল্প বিপ্লবের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Industrial Revolution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

☞ ১২.২ঃ১ শিল্প বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১২.২ঃ১ শিল্প বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

শিল্প বিপ্লবের গতি প্রকৃতি ও প্রভাব বিশ্লেষণে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

১. **প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ঃ** উৎপাদন, যোগাযোগ পরিবহন সকল ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের কারণে মানুষের কায়িক শ্রমের পরিবর্তে শক্তি চালিত যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়।

২. **উৎপাদন ব্যয় কম ঃ** মনুষ্য শক্তির পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার এবং স্বল্প সময়ে ব্যাপক উৎপাদনের ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।

৩. **বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা ঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিবর্তে সুপরিসর বৃহৎ ও বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

৪. **আমুল পরিবর্তন ঃ** উৎপাদন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটায় জীবন যাত্রায় ও ব্যাপক ও ছন্দময় পরিবর্তন সংগঠিত হয়।

৫. **মজুরিভিত্তিক শ্রম ঃ** কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রমের মজুরি নির্ণীত হয়।

৬. **পুঁজিবাদের বিকাশ ঃ** কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে ধণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিকাশ শিল্প বিপ্লবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৭. **শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ঃ** ব্যাপক শিল্পায়ন জনিত কারণে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে দ্রুত শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে।

৮. **প্রতিযোগিতা মুলক বাজার সৃষ্টি ঃ** বৃহদায়তন উৎপাদন জনিত কারণে একই পন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানে উৎপাদিত হওয়ায় প্রতিযোগিতা মুলক বাজার গড়ে উঠছে।

৯. **কৃষির আধুনিকীকরণ ঃ** মান্দাতার আমলের লাঙলজোয়াল আর প্রকৃতি নির্ভর সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, গভীর পাওয়ার পাম্প উদ্ভব হওয়ায় হাইব্রীড ব্যবস্থা কৃষিতে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রসার ঘটেছে।

১০. **প্রাকৃতিক সম্পদ আয়ত্বকরণ ঃ** কয়লা, গ্যাস পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ আয়ত্বকরণ শিল্প বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. **জীবন যাত্রার মানোন্নয়ণ ঃ** নিত্য নতুন উৎপাদনের ফলে বৈচিত্র্যময় জীবন ও আরাম-আয়েশ লাভ মানুষের পক্ষে সহজ হয়েছে।

১২. **মানব সভ্যতার বিভাজন ঃ** প্রাক-শিল্প যুগ ও শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগ এ দু'ভাগে সভ্যতাকে বিভাজন করে দেয়া হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রেণী সমাজের উদ্ভব, শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক বৈচিত্রময় জীবন লাভ শিল্প বিপ্লবের অন্যতম দিক।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এই পাঠটিতে শিল্প বিপবের কয়টি বৈশিষ্ট্য উলেখ করা হয়েছে?

ক) ১০ টি　　খ) ১১ টি

গ) ১২ টি　　ঘ) ১৩ টি।

২। মজুরি ভিত্তিক শ্রম বলতে কি বুঝানো হয়?

ক) বয়স অনুসারে　　খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে

গ) অভিজ্ঞতা অনুসারে　　ঘ) কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে।

৩। শিল্প বিপব মানব সভ্যতাকে কয় ভাগে বিভাজন করেছে?

ক) ২　　খ) ৩

গ) ৪　　ঘ) ৫।

পাঠ-১২.৩ ঃ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব (Positive Impact of Industrial Revolution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

☞ ১২.৩ঃ১ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

১২.৩ঃ১ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব

শিল্প বিপ্লব মানব সভ্যতাকে করেছে সুন্দর ও স্বপ্নময়। মেধা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে সময়, শ্রম হলো সংক্ষিপ্ত ও সহজসাধ্য প্রতিকুল অবস্থা মোকাবেলা যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানব জীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। নিম্নে ইতিবাচক ভূমিকা সমুহ তুলে ধরা হলো

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ** পেশী ও পশু শক্তির স্থলে যান্ত্রিক শক্তি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃহদায়ন শিল্প গড়ে তোলে উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পুরণে সক্ষম হচ্ছে।

২. **জীবনমান উন্নয়ন ঃ** প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে বৈচিত্র্যময় জীবনের স্বাদ জনগণের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

৩. **অর্জিত মর্যাদা ঃ** প্রযুক্তিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় মানুষের বংশ মর্যাদার পরিবর্তে ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপূণ্যের ভিত্তিতে মর্যাদা প্রদানের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

৪. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ** স্থলযান, নৌযান, বিমান, বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ায় যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে।

৫. **শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ঃ** আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রপাতি, চা, চামড়া, শুটকি, পোশাক শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে আজ শিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে।

৬. **বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন আর্থিক কারিগরি, বাণিজ্যিক ও সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে। যেমন ব্যাংক, বীমা, ডাক, তার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ফায়ার সার্ভিস, বেতার যন্ত্র, টেলিভিশন ও অন্যান্য সেবামুলক প্রতিষ্ঠান।

৭. **চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ** জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, টিকা, রোগ নির্ণয়কারী যন্ত্র, কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ব্যবস্থা শিল্প বিপ্লবেরই ইতিবাচক নিদর্শন।

৮. **সহজ বিনিময় মাধ্যম ঃ** বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিটকার্ড, মাষ্টারকার্ড, কাগজী মুদ্রা, চেক, ড্রাফট আধুনিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা, ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিময় ব্যবস্থাকে সহজ করেছে।

৯. **কর্মসংস্থানের সুযোগ ঃ** শিল্পকে কেন্দ্র করে বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১০. **শিল্পায়ন ও শহরায়নের উদ্ভব ঃ** শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে শিল্পায়ন ও শহরায়ন যা একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বৃহৎ শিল্প কারখানার আশে পাশে ছোট ছোট শহর গড়ে তোলে এবং কৃষি পেশা ছেড়ে শিল্প কেন্দ্রে জড়ো হয়। ফলে শিল্পায়ন ও শহরায়ন ত্বরান্বিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লবের সুগভীর প্রভাব সমাজ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন আর্থ-সামাজিক অবস্থার জন্ম দেয়। শিল্প বিপ্লব উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। নতুন পেশা গ্রহণ, পরিবর্তন ও সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এই পাঠে শিল্প বিপ্লবের কয়টি ইতিবাচক প্রভাব দেখানো হয়েছে?

ক) ৮ খ) ৯

গ) ১০ ঘ) ১১।

২। শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাবে কি হয়?

ক) উৎপাদন হ্রাস পায় খ) উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ে

গ) উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঘ) মানুষ কর্ম ক্ষমতা হারায়।

৩। সহজ বিনিময় মাধ্যম হচ্ছে

ক) ধাতব মুদ্রা খ) কাগজী মুদ্রা

গ) স্বর্ণা লঙ্কার ঘ) ক্রেডিট কার্ড।

পাঠ-১২.৪ ঃ শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব (Negative Impact of Industrial Revolution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

☞ ১২.৪ঃ১ শিল্প বিপ্লবের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

১২.৪ঃ১ শিল্প বিপ্লবের ক্ষতিকর প্রভাব

শিল্প বিপ্লবের ফলে সামাজিক মনস্তাত্বিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভুত সমস্যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন, জটিল এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে সমাধানের অযোগ্য। তাই বলা হয় "শিল্প বিপ্লব শুধু আশীর্বাদই নয়, অভিশাপও বটে।" নিম্নে শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব সমূহ তুলে ধরা হলো ঃ

১. **পেশাগত দুর্ঘটনা ঃ** শিল্প কারখানায় শক্তি ও যন্ত্রের প্রয়োগ হওয়ায় পেশাগত দুর্ঘটনার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নিরাপত্তাহীনতা সহ নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

২. **পারিবারিক ভাঙন ঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষি শ্রমিক শিল্প শ্রমিকে পরিণত হওয়ায় পারিবারিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হওয়ায় বৃদ্ধ অক্ষম ও নির্ভরশীলদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিচ্ছে।

৩. **বস্তির উদ্ভব ঃ** শিল্প কারখানার আশে পাশে শিল্প শ্রমিকরা বসবাস করায় আবাসিক সংকট সৃষ্টি হওয়ায় বস্তির উদ্ভব ঘটে। যা পরিবেশ দূষণ ও অপরাধের অনুষঙ্গ।

৪. **পরিবেশ দুষন ঃ** শিল্প কারখানার বর্জ্য, নির্গত কালো ধোয়া, ময়লা-আবর্জনা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। শ্রমিকরা আলো-বাতাস ও জানালাবিহীন দুর্গন্ধময় পরিবেশে কাজ করে ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

৫. **সামাজিকীকরণের অভাব ঃ** শিল্প সমাজে অনেক সময় পিতা-মাতা দু'জনেই চাকুরি করে বিধায় শিশু সন্তানরা আদর যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে বুয়া, ঝি-এর স্পর্শে থেকে সুষ্ঠু সামাজিকীকরন ব্যাহত হয়।

৬. **কুটির শিল্পের বিলুপ্তি ঃ** শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে মানুষ অপেক্ষাকৃত টেকসই স্বল্প মুল্যের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় কুটির শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৭. **শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি ঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করে নেয় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ। শিল্প মালিক ও শিল্প শ্রমিকদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প ও পাট শিল্পে প্রায়ই মালিক শ্রমিক বিরোধ দেখা যায়।

৮. **মনস্তাত্বিক সমস্যা ঃ** শিল্প সমস্ত মানুষের মানসিক চাপ এবং বিভিন্ন মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। সখ্যতার অভাবে মানুষ অসহায়ত্ব ও একাকীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করে।

৯. **নৈতিক অধঃপতন ঃ** শিল্পায়ন জনিত নগর সভ্যতায় নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে দুরে অবস্থান ও মুল্যবোধের অবক্ষয় জনিত কারণে সব শ্রেণীর লোকের মাঝেই নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১০. **বেকারত্ব সৃষ্টি ঃ** শিল্প বিপ্লব যেমন নতুন নতুন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তদ্রুপ যন্ত্রের আবিষ্কার হস্ত নির্ভর কর্মীকে সম্পুর্ণ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত করেছে উল্লেখ্য, শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ৩৬০ জন শ্রমিক যে পরিমাণ পাথর উঠাতে পারত, যন্ত্রের আবিষ্কারের পর ১৮৭০ সালে সে পরিমানের পাথর ক্রেনের সাহায্যে মাত্র দুজন লোকই উঠাতে পারে। ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্ব বরণ করে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে।

১১. **সাংস্কৃতিক শূণ্যতা ঃ** বস্তুগত সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে শিল্প বিপ্লব সহায়তা করলেও অবস্তুগত সংস্কৃতি অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলে সাংস্কৃতিক শূণ্যতা দেখা দেয়।

সার-সংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লব বস্তুগত ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করলে ও সামাজিক ও মানসিক শান্তিকে ধ্বংস করেছে। তাই শিল্প বিপ্লব অবিমিশ্র আর্শিবাদ নয়, অভিশাপও বটে। এটি যেমন মানব সমাজের বহু সুফল বয়ে এনেছে। আবার বহুমুখী সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পারিবারিক ভাঙ্গন দেখা দিলে কি সমস্যা হয়?

ক) বৃদ্ধ ও অক্ষমরা নিরাপত্তাহীন হয়
খ) বৃদ্ধ ও অক্ষমরা সাচ্ছন্দ্য বোধ করে
গ) বৃদ্ধ ও অক্ষমরা আত্মনির্ভর হয়
ঘ) বৃদ্ধ ও অক্ষমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

২। শিল্পা বিপ্লবের ফলে কি হয় ?

ক) পরিবেশ ভাল হয়
খ) পরিবেশ দুষন
গ) পরিবেশ স্বাভাবিক
ঘ) বস্তির উন্নতি।

৩। ১৮৭০ সালে ক্রেণ আবিস্কার হওয়ায় ৩৬০ জন শ্রমিকের কাজ বর্তমানে কতজনে করতে পারে?

ক) ৬
খ) ৫
গ) ৪
ঘ) ২।

পাঠ-১২.৫ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের সংজ্ঞা (Defination of Industrialzation and Urbanization)

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি--

☞ ১২.৫ঃ১ শিল্পায়নের সংজ্ঞা বলতে পারবেন

☞ ১২.৫ঃ২ নগরায়ন বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ শিল্পায়ন ও শহরায়ন শিল্প বিপ্লবেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। শিল্প বিপ্লবের ফলে মানব সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত হয়, গড়ে ওঠে শিল্প কেন্দ্রিক নগর সভ্যতা। নগর সভ্যতা যেমন মানব কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখেছে আবার এর কুফল নানা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে জনজীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। ফলে উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলায় আধুনিক সমাজ কল্যাণের গোড়া পত্তন ঘটে।

১২.৫ঃ১ শিল্পায়নের সংজ্ঞা (Definition of Industrialization)

শিল্প অর্থ পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং আয়ন বলতে প্রসারণকে বুঝানো হয়েছে। শিল্পায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্র চালিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরিবহন, যোগাযোগ অবকাঠামোগত সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই উন্নয়ন সাধন শিল্পায়নের অন্তর্ভূক্ত।

জাতিসংঘের (১৯৬৩) সংজ্ঞানুযায়ী, "শিল্পায়ন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের এমন এক প্রণালী, যাতে জাতীয় সম্পদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত হয়, যা প্রযুক্তি বিদ্যা সম্মত, আধুনিক ও বৈচিত্র্যময়।"

জনৈক সেভিয়েত অর্থনীতিবিদ শিল্পায়নের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন, "বর্তমান অবস্থায় একটি বিস্তীর্ন প্রণালী, জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখার পূণর্গঠন এবং দেশে বাস্তব ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপন শিল্পায়নের অন্তর্ভূক্ত।"

সুতরাং শিল্পায়ন বলতে, যান্ত্রিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতি উৎপাদনের পরিবর্তে বিশেষীকৃত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ও যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়।

১২.৫ঃ২ নগরায়ন (Definition of urbanization)

শিল্পায়নের অনুষঙ্গ হচ্ছে নগরায়ন বা শহরায়ন। কোন স্থানে শিল্প স্থাপিত হলে কর্মসংস্থান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাও জীবন যাত্রায় মান বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক হারে মানুষ বসবাস করতে থাকে। গড়ে উঠে শহর। সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকা হয় শিল্প কারখানা কেন্দ্রিক।

থমসন 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্স' গ্রন্থে "শহরায়ন" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "কৃষি প্রধান এলাকার জনসমষ্টি কৃষিই যাদের একমাত্র পেশা তা ছেড়ে বৃহৎ জনসমষ্টি এলাকায় যেখানে সরকারি অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা অবস্থিত সেসব এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়াই শহরায়নের বৈশিষ্ট্য।"

সমাজ বিজ্ঞানী মিচেল (১৯৫৯)-এর মতে, "শহরায়ন হল শহুরে হওয়ার পদ্ধতি, কৃষি পেশা হতে অন্য পেশা যা শহরে সবাই করে এবং সেই সাথে ব্যবহারিক রীতি-নীতির পরিবর্তন।"

অধ্যাপক এফ. আর খান (১৯৭৩)-এর মতে, "শহরায়ন হলো একটি জীবন ধারা, যা শহর এলাকা থেকে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে।"

ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) এর মতে, "শহরায়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায়, যেখানে জনগণ স্বাভাবিকের চেয়ে বড় আকারে একত্রিত হয়ে বসবাস করতে সচেষ্ট হয়।"

সুতরাং, উল্লেখিত সংজ্ঞা গুলোর আলোকে বলা যায়, শহরায়ন বা নগরায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ স্বচ্ছল ও চাকচিক্যময় জীবনের প্রত্যাশায় গ্রামীণ জীবন ছেড়ে শহুরের দিকে ধাবিত হয় এবং মানুষের পেশা ও সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

শিল্পায়ন এমন এক প্রক্রিয়া যাতে মনুষ্য নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রযুক্তি ও দক্ষ নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। আর শিল্পায়নের সুযোগ গ্রহণের জন্য নগরের সম্প্রসারণ অর্থাৎ নতুন জীবিকার জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রবণতাই নগরায়ন।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। শিল্পায়ন বলতে বুঝায়?

ক) ক্ষুদ্রাকৃতি উৎপাদন　　খ) বৃহদায়তন উৎপাদন

গ) এক মুখী উৎপাদন　　ঘ) মাঝারী ধরনের উৎপাদন।

২। নগর ভিত্তিক অধিবাসীদের জীবিকা হয় কেমন ?

ক) কৃষি ভিত্তিক　　খ) কুটির শিল্প ভিত্তিক

গ) শিল্প কারখানা ভিত্তিক　　ঘ) অন্যান্য।

৩। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে কেন স্থানান্তরিত হয়?

ক) নেতৃত্বের পরিবর্তনের কারনে　　খ) বস্তির সম্প্রসারণে

গ) শিল্পায়নের ফলে　　ঘ) শিক্ষার সুযোগের জন্যে।

পাঠ-১২.৬ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrialization and Urbanization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১২.৬ঃ১ শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন

☞ ১২.৬ঃ২ নগরায়নের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

১২.৬ঃ১ শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrialization)

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে শিল্পায়নের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলো লক্ষ্য করা যায়।

১. **শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার ঃ** শিল্পায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উৎপাদন ক্ষেত্রে হস্তের পরিবর্তে প্রযুক্তি জনিত শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার।

২. **মজুরি ভিত্তিক শ্রম ঃ** দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং মেধার গুণাগুণ বিচার করে শ্রমের মজুরি প্রদান করা হয়।

৩. **উৎপাদন ব্যয় কম ঃ** যান্ত্রিক পদ্ধতি বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়।

৪. **শিল্পের স্থানীয়করণ ঃ** শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্তি, সস্তা শ্রম, পরিবহন, যোগাযোগ, বাজারের সান্নিধ্য ইত্যাদি যেখানে বেশী সেসব এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠে।

৫. **নগরের বিকাশ ঃ** শিল্প এলাকাকে কেন্দ্র করে সাধারণত শহর বা নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। জে এইচ চ্যাপমান এর মতে, "আধুনিক সমাজে শিল্পায়নের সর্বোত্তম পরিচিতি হল তার নগরের বিকাশ।"

৬. **প্রতিযোগিতামুলক বাজার সৃষ্টি ঃ** একচেটিয়া বাজারের পরিবর্তে শিল্পায়ন প্রতিযোগিতামুলক বাজার সৃষ্টি করে।

৭. **পুঁজিবাদের বিকাশ ঃ** সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।

৮. **মুদ্রা বিনিময় চালু ঃ** শিল্পায়নের ফলে পণ্য বিনিময়ের পরিবর্তে কাগজি মুদ্রা, চেক, ডলার বিনিময় প্রথা চালু হয়।

৯. **শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ ঃ** শিল্প-কারখানায় বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে শ্রম বন্টন করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথকভাবে দক্ষ, অভিজ্ঞ শ্রমিক দ্বারা কার্য সম্পন্ন করা হয়।

১০. **শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি ঃ** শিল্পায়নের ফলে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়।

১২.৬ঃ২ নগরায়নের/শহরায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Urbanization)

১. **অকৃষি ভিত্তিক পেশা ঃ** শহরের লোকেরা সাধারণত কল-কারখানার শ্রমিক, অফিস, আদালতে চাকুরি করে থাকেন। তবে কৃষি পেশায় থেকেও শহরে জীবন যাপন করা যায়।

২. **জীবন পদ্ধতি ঃ** শহুরে জীবন পদ্ধতি গ্রামীণ জীবন থেকে ভিন্ন, সুশৃংখল, নিয়মতান্ত্রিক বিভিন্ন অঞ্চলের আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত।

৩. **প্রশাসনিক সদর দপ্তর ঃ** প্রশাসনিক সদর দপ্তর শহরে অবস্থিত বিধায় মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে শহরে আসতে হয়।

৪. **কর্মব্যস্ততা ঃ** কর্মব্যস্ততার শহরে নারী-পুরুষ উভয়ে কর্মব্যস্ত।

৫. **শহরের আকর্ষণ ঃ** শহরের জীবন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। তাই গ্রাম থেকে শহরের দিকে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. **নাগরিক সুযোগ সুবিধা ঃ** স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে।

৭. **উন্নত পরিবহন ঃ** শহরে আধুনিক প্রাইভেট কার, এসি বাস, ভলভ বাস, ট্যাক্সিসহ উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. **ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ঃ** শহরে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ফলে শহরাঞ্চলের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

৯. **বিভিন্ন পেশাজীবির সমাবেশ ঃ** শহরে বহু পেশা ও শ্রেণী এবং ধনী গরীব পাশাপাশি বসবাস করে থাকে।

১০. **পর্যাপ্ত চিত্তবিনোদন ঃ** প্রযুক্তির কল্যাণে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা শহরে রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

শিল্পায়ন ও শহরায়নের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। শিল্পায়ন হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, শহরায়ন সেই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়ায় সমাজের মানুষের সামাজিক রীতি-নীতির ও পরিবর্তন ঘটে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

১। এই পাঠে শিল্পায়নের কয়টি দিন উলেখ করা হয়েছে?

ক) ৮টি　　খ) ৯টি

গ) ১০টি　　ঘ) ১২।

২। জে এইচ চ্যাপমানের মতে , শিল্পায়নের সর্বোত্তম পরিচিতি হচ্ছে।

ক) গ্রামীণ বিকাশ　　খ) নগরের বিকাশ

গ) গ্রামীণ বিনাশ　　ঘ) নগরের বিলুপ্তি।

৩। নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান?

ক) ইউনিয়ন পরিষদ　　খ) উপজেলা পরিষদ

গ) আঞ্চলিক পরিষদ　　ঘ) সিটি কর্পোরেশন

পাঠ-১২.৭ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাবলী
(Social Problems due to Industrialization and Urbanization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১২.৭ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে কিভাবে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয় তা বলতে পারবেন।

১২.৭ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নের উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাবলী

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদই নয়, আর অভিশাপ কোনটাই নয়। শিল্পায়ন অর্থনৈতিক ও বস্তুগত দিকে প্রভূত উন্নতি সাধন করলে ও বহুবিধ সামাজিক সমস্যা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাবলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ

(১) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social Alienation)

শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে কর্মব্যস্ত জীবন যাপনের কারণে মানুষের আত্মীয়তা ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই স্থানে ও পরিবেশে ও একই রীতি-নীতি ও মুল্যবোধের মধ্যে বসবাস করে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবি গুরুর ভাষায়, "থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।" কিন্তু নগর জীবনে বিচ্ছিন্নতা আসে।

"সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বলতে এমন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি বুঝায় যেখানে ব্যক্তি তার পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশের মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্ক পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রভৃতি ভুলে গিয়ে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।"

সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ নিম্নরূপ ঃ

ক. স্থানান্তরজনিত যৌথ পরিবারে ভাঙন;
খ. প্রতিযোগিতাপূর্ণ নগর জীবন;
গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য;
ঘ. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপার্জনশীলতা;
ঙ. ব্যর্থতা, হতাশা, বঞ্চনা;
চ. অফুরন্ত চাহিদা বৃদ্ধি; এবং
ছ. অতিরিক্ত ব্যস্ততা।

(২) পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদ (Family Breakdown and Seperation)

শিল্পায়ন ও নগরায়নের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদ, যা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইলিয়ট ও মেরিল-এর মতে, "পারিবারিক ভাঙনের লক্ষণ হচ্ছে বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পলায়ন, অবৈধ সন্তান জন্মদান, যৌন ব্যধি ইত্যাদি।"

পারিবারিক ভাঙ্গনের কারণগুলো হলো ঃ

ক. যৌথ পরিবারের ভাঙন;
খ. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্মে জড়িত হওয়া;
গ. স্বামী-স্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব;
ঘ. বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনের আকর্ষন;
ঙ. ব্যক্তি জীবনের চরম হতাশা ও বঞ্চনা; এবং
চ. হতাশা ও ব্যর্থতা।

(৩) অপরাধ ও কিশোর অপরাধ প্রবণতা (Crime and Delinquency)

শিল্পায়ন ও শহরায়ন বিভিন্ন ভাবে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন বিরোধী কাজকেই সাধারণত অপরাধ বলা হয় এবং অপরিণত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ।

অপরাধ ও কিশোর অপরাধের কারণ ঃ

ক. সামাজিক পরিবেশ;
খ. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা;
গ. সামাজিক নিয়ন্ত্রণহীনতা;
ঘ. ধর্মহীনতা;
ঙ. সাংস্কৃতিক শূন্যতা;
চ. চিত্তবিনোদনের অভাব;
ছ. অসৎ সঙ্গ;
জ. বৈষম্য;
ঝ. অশ্লীল পত্র-পত্রিকা;
ঞ. অতিরিক্ত আদর ও শাসন;
ট. সংশোধনের উপযুক্ত পরিবেশ; এবং
ঠ. আদর্শ ও মুল্যবোধের অভাব।

(৪) স্বাস্থ্য সমস্যা (Health Problem)

শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাবে পরিবশে দুষণজনিত কারণে চরম স্বাস্থ্যহীনতা সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা উন্নত দেশ অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশে বেশী হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলো হচ্ছে ঃ

ক. পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব, অধিক জনসংখ্যা, পয়ঃনিস্কাশনের অব্যবস্থা;
খ. অপর্যাপ্ত ও বিশুদ্ধ পানির অভাব;
গ. অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বসবাস;
ঘ. পেশাগত দুর্ঘটনা ও সংক্রামক ব্যধি;
ঙ. পতিতালয় ও যৌন স্বেচ্ছাচারিতা;
চ. যানবাহনের কালো ধোয়া, শব্দ ও কলকারখানার বর্জ্য ও রাসায়নিক গ্যাস; এবং
ছ. দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতিজনিত খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা।

সার-সংক্ষেপ

শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এটা সামাজিক পরিবর্তনের স্বাভাবিক ঘটনা। আর নগর জীবনের স্বাধীন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণহীনতা অপরাধ ও কিশোর অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়ক। অপরদিকে, শিল্পায়ন ও নগর সভ্যতার বিকাশ, মানুষের নিত্য ব্যবহার্য বজ্য ও কারখানার নির্গত রাসায়নিক গ্যাস, যানবাহনের কালো ধোঁয়া স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ কোনটি ?
ক) দরিদ্রতা খ) যৌথ পরিবার গ) বেকারত্ব ঘ) মাদকাসক্তি।

২। পারিবারিক ভাঙ্গন কি সমস্যার সৃষ্টি করে ?
ক) সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ খ) মৌলিক চাহিদা পুরণ গ) ধর্মহীনতা ঘ) রাজনৈতিক সমস্যা ।

৩। শিল্পায়নের ফলে স্বাস্থ্যহীনতার কারণ কি?
ক) নিঃসঙ্গতা খ) অতিরিক্ত ব্যস্ততা গ) পেশাগত দুর্ঘটনা ও সংক্রামক ব্যধি ঘ) সাংস্কৃতিক শূন্যতা।

পাঠ-১২.৮ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১২.৮ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নজনিত কারণে কোন ধরণের অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

১২.৮ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী

১. **বেকারত্ব (Unemployment)** ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে বেকার যুব সমাজের আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয় যা গোটা সমাজ ও পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরে। বেকারত্ব বলতে কোন কর্মক্ষম লোক যদি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পায় সে অবস্থাকে বোঝায়।

বেকারত্ব সৃষ্টির প্রাসঙ্গিক কারণগুলো হলো ঃ

ক. উৎপাদন যন্ত্রের ব্যবহার;
খ. কুঁটির শিল্পের বিলুপ্তি;
গ. শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণ;
ঘ. কারিগরি জ্ঞানের অভাব;
ঙ. শিল্প ক্ষেত্রে স্থবিরতা;
চ. শ্রমিক ছাটাই; এবং
ছ. শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও লক আউট।

২. **দারিদ্র্য (Poverty)** ঃ শিল্পায়ন ও শহরায়ন জনিত কারণে যেমন পুঁজিপতি, শিল্পপতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে কতিপয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসলেও অদক্ষ শ্রমিক ও কুঁটির শিল্পের বিলুপ্তি ঘটায় প্রচুর লোক দরিদ্র হয়ে পড়ে।

দারিদ্র্যের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো ঃ

ক. শিল্পে অনগ্রসরতা;
খ. স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা;
গ. দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি;
ঘ. শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;
ঙ. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন;
চ. নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব;
ছ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি;
জ. কল-কারখানা লে-অফ ঘোষণা করা; এবং
ঝ. উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস।

সার-সংক্ষেপ

শিল্পায়ন যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় হস্ত নির্ভর শ্রমিকরা বেকারত্ব বরণ করছে। অধিক মানুষের কাজ একটি যন্ত্র অনায়াসে করতে পারে। ফলে বেকারত্ব সমাজে দারিদ্রের সংখ্যা ও বৃদ্ধি করে। তদুপরি, নগরায়ন জনিত স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায় বৃদ্ধ ও শিশুরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বেকারত্ব সৃষ্টির প্রাসঙ্গিক কারণ হচ্ছে ?

ক) অফুরন্ত চাহিদা খ) কুটির শিল্পের বিলুপ্তি গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘ) সমাজিক নিয়ন্ত্রণহীনতা।

২। দারিদ্রের অন্যতম কারণ কি ?

ক) আর্থিক লোভ খ) ব্যর্থতা ও হতাশা গ) শিল্পের অনগ্রসরতা ঘ) অসৎসঙ্গ।

পাঠ-১২.৯ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

☞ ১২.৯ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নজনিত কারণে উদ্ভুত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১২.৯ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী

১. **শ্রমিক ধর্মঘট ঃ** শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে কৃষি শ্রমিক শিল্প শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল। ফলে কল-কারখানা, বন্দর, গার্মেন্টস ফ্যক্টরী– সমগ্র শ্রমিকদের মাঝে আধিপত্যের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিক সংগঠন গুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর আশির্বাদপুষ্ট হওয়ায় সরকারকে প্রায়ই বেকায়দায় ফেলে। কারণে-অকারণে শ্রমবিরোধ, ধর্মঘট করায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। পরিবহন সেক্টরেও একই সমস্যার কারণে ধর্মঘট ও সংঘর্ষ ঘটে থাকে। বিশেষ করে বাস টার্মিনালগুলো দখল নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সংগঠনের সাথে বিরোধী সংগঠনগুলোর দ্বন্দ্ব অনিবার্য ঘটনা।

শ্রমিক ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো ঃ

ক. রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তি;
খ. আধিপত্য বিস্তার;
গ. আর্থিক লোভ;
ঘ. কর্তৃত্ব; এবং
ঙ. মর্যাদা বৃদ্ধি।

২. **সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী ঃ** শিল্প বিপ্লবের দুটি বিশেষ দিক রয়েছে। একটি অর্থনৈতিক বা বস্তুগত এবং অন্যটি অবস্তুগত বা সামাজিক। প্রযুক্তির আবিষ্কার জীবন-যাপন, রীতি-নীতিতে যে আমুল পরিবর্তন বয়ে আনে তা বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক শহরায়নের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পেরে সংস্কৃতিগত সমস্যা দেখা দেয়। সমাজ বিজ্ঞানী অগবার্ণ বলেন, "যখন কোন সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, সমাজের সব অংশকে তা সমানভাবে প্রভাবিত করে না। মানব সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমুহ যত সহজে দ্রুত পরিবর্তিত হয় অবস্তুগত উপাদান সমূহ তত সহজে পরিবর্তিত হয় না। ফলশ্রুতিতে বস্তুগত উপাদান সমুহের অসম পরিবর্তন জনিত অসঙ্গতি তথা সাংস্কৃতিক শূন্যতা দেখা দেয়।"

সার-সংক্ষেপ

শিল্পায়ন নতুন শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়ে রাজনৈতিক ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে অধিকার আদায়ের নামে উৎপাদন ব্যহত করে। অপর দিকে আকাশ সংস্কৃতির আগমন ঘটায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন–১২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে রাজনৈতিক কি সমস্যা হচ্ছে।
ক) বেকারত্ব খ) কিশোর অপরাধ
গ) শ্রমিক ধর্মঘট ঘ) নেশাগ্রস্থতা।

২। শ্রমিক ও ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে।
ক) প্রতিযোগিতা পূর্ণ নগর জীবন খ) রাজনৈতিক লেজুর বৃত্তি
গ) আদর্শ ও মুল্যবোধের অভাব ঘ) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা।

৩। শিল্পায়ন ও নগরায়নের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করতে না পারলে কি সমস্য দেখা দেয়।
ক) সামাজিক সমস্যা খ) যানজটের সমস্যা
গ) সংস্কৃতিক সমস্যাবলী ঘ) সামঞ্জস্যের সমস্যা ।

পাঠ-১২.১০ ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানে আধুনিক সমাজ কল্যাণের ভূমিকা
(Role of Social Welfare to Combat the Problems due to Industrialization & Urbanization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১২.১০ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নের সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানে আধুনিক সমাজকল্যাণের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা ঃ শিল্প বিপ্লবপূর্ব সমাজ ব্যবস্থা ছিল অতি সহজ-সরল। মানুষের চাহিদাও ছিল নগণ্য। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের যেমন সুখ সমৃদ্ধি বেড়ে যায় তদ্রুপ নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন সামাজিক বিশৃংখলা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, শিল্প দুর্ঘটনা, অপরাধ প্রবণতা, বেকারত্ব, নৈতিকস্খলন, শ্রমিক বিশৃংখলা জনিত সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যেই আধুনিক সমাজকল্যাণের সুচনা ঘটে। অর্থাৎ শিল্প সমাজের প্রয়োজনেই আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশ সাধন করা হয়। কেননা শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উদ্ভুত সমস্যাগুলো ব্যাপক, জটিল, বহুমুখী ও পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ায় গতানুগতিক দানশীলতা ও মানবিকতাবোধ দ্বারা সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগকে সুসংগঠিত করে আধুনিক সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হয়।

১২.১০ঃ১ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে আধুনিক সমাজকল্যাণের ভূমিকা ঃ

১. **সুসংগঠিত সাহায্যদান ঃ** প্রাক শিল্প যুগে মানুষের আর্থিক দ্বীনতা ও দুর্দশায় ধর্মীয় মুল্যবোধ দানশীলতা ও মানবতাবোধ দ্বারা দরিদ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম ভিক্ষুকদের সাহায্য করত। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়নের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সমাধানের জন্য একমুখী চিন্তার পরিবর্তে বহুমুখী সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেমন– দারিদ্র্য দুরীকরণের জন্য আত্মকর্মসংস্থান, নিরক্ষরতা দুরীকরণ, জনসংখ্যা স্ফীতিরোধের পরিকল্পণা প্রণয়ন করা হয়।

২. **বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন ঃ** শিল্পয়ন ও শহরায়নের ফলে আধুনিক সমাজকল্যাণ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। যেমন– ব্যক্তি, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন এ পদ্ধতিগুলোকে ফলপ্রসু ও কার্যকর করার জন্য রয়েছে তিনটি সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম ও সামাজিক প্রশাসন।

৩. **বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ ঃ** শিল্পায়ন ও নগরায়নজনিত নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য বহুমুখী বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন– কর্মজীবি পিতা-মাতার কর্মকালীন সময় শিশু লালন-পালনের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ দুরীকরনের জন্য অপরাধ সংশোধনী ইনষ্টিটিউট, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রবীণদের জন্য বার্ধক্য পেনশন, নারী কল্যাণের জন্য আইনগত সহায়তা, নির্যাতন রোধ।

৪. **পরামর্শ কেন্দ্র ঃ** নগর জীবনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সমাজ কল্যাণ পারিবারিক ভাঙন রোধ ও নির্ভরশীল শিশু সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ কল্পে পারিবারিক পরামর্শ কেন্দ্র গড়ে তুলে।

৫. **চিকিৎসা সমাজকর্মের উদ্ভব ঃ** নগর জীবনে নানা ব্যস্ততা, প্রতিকুলতা, একাকীত্ববোধের কারণে মানসিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, পরিবেশ ও বায়ু দুষণের কারণে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মের উদ্ভব স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি করেছে।

৬. **পেশাদার সমাজকর্ম সৃষ্টি ঃ** শিল্পায়ন ও নগরায়ন জনিত সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যারা সমাজ কর্মের নীতি কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজসেবা মুলক কর্মসুচি সফল ভাবে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উদ্ভুত জটিল ও বহুমুখী সমস্যার প্রেক্ষিতে আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল নেয়ে সমাজকল্যাণ আধুনিক রূপ লাভ করে।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক সমাজকল্যাণ শিল্প বিপ্লব জনিত উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই উদ্ভব ঘটে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য মাইলষ্টোন। শিল্প বিপ্লব আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজকল্যাণের ভিত্তি ভূমিও বটে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ১২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে আধুনিক সমাজকল্যাণ উদ্ভবের কারণ কী?

ক) দানশীলতা ও মানবিকতা বোধের ব্যর্থতা। খ) মানুষের উচ্চাকাংখা।

গ) সমাজ সেবকের অভাব। ঘ) স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগের অপ্রতুলতা।

২। আধুনিক সমাজকল্যাণের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি কোনটি?

ক) মানুষকে সংগঠিত করা খ) সমাজকর্ম গবেষণা

গ) সমাজ সংস্কার ঘ) সমবায় সংগঠন।

৩। কর্মজীবি পিতা মাতার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষনের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ কোনটি ?

ক) শিশু ভাতা প্রদান খ) এতিম খানা

গ) দিবা যত্ন কেন্দ্র ঘ) মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র।

ইউনিট-১২
অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিল্প বিপ্লব কী?
২. শিল্প বিপ্লবের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. শিল্পায়ন বলতে কি বোঝেন?
৪. নগরায়ন বলতে কি বোঝেন?
৫. নগরায়নের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৬. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কী?
৭. অপরাধ ও কিশোর অপরাধের কারণ কী?
৮. দারিদ্রের কারণ কী?
৯. সাংস্কৃতিক সমস্যা বলতে কি বুঝেন?

রচনামুলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিল্প বিপ্লব বলতে কি বুঝেন? আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করুন।
২. শিল্পাযন কী? শিল্পয়নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিল্পায়ন নগরায়নের ফলে উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।
৪. শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা গুলি আলোচনা করুন।
৫. শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকল্যাণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট ১২

পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ১ ঃ ১। গ ২। খ ৩।ক
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩।ক
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩।ঘ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩।ঘ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩।গ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৬ ঃ ১। খ ২। খ ৩।ঘ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৭ ঃ ১। খ ২। ক ৩।গ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৮ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ৯ ঃ ১। গ ২। খ ৩।ঘ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন - ১০ ঃ ১। ক ২। খ ৩।গ।